আকাশ কেন ডাকে

সুকন্যা প্রাচী

আকাশ কেন ডাকে

ছড়া / কবিতার বই

সুকন্যা প্রাচী

বইটি পাওয়া যাবে নীচের লিংক-এ

http://leanpub.com/AkashKenoDake3

এই ভার্সন প্রকাশের তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

PB

পলাশ বসাক পাবিলিশং

© 2016 Palash Basak Publishing

Palash.Basak.Publishing@gmail.com

সূচী

মা	১
বৃষ্টি	২
শেয়াল পন্ডিত	৩
মন	৭
নদী	৯
শর্মী কাকী	১০
রঙ	১১
পূজো	১২
ছয়টা বেলুন	১৩
রবিবার-শুক্রবার	১৬
চিজি চিংড়ি	১৭
বুড়ি	১৮
পড়াশোনা	১৯
শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল	২০
শীতকাল	২৩
ছোটবেলা	২৪
ময়ূর	২৬
ষোলো ডিসেম্বর	২৮
উদাস বাউল	৩০
রাজা-রানী	৩২
আকাশ কেন ডাকে	৩৪

মা

মা তোর মন
কত নরম,
সবুজ ঘাসের মতন।
মা তোর মন
উথাল পাথাল
নীল সমুদ্রের মতন।

বৃষ্টি

বৃষ্টি এলো,
বর্ষা এলো,
মেঘ গুর গুর
পা ঝুম ঝুম
চাঁদনী রাতের খেলা।
আয় বৃষ্টি,
আয় বর্ষা,
মেঘ গুর গুর
পা ঝুম ঝুম
রাতের শিখা জ্বালা।

শেয়াল পন্ডিত

এক যে ছিল শেয়াল পন্ডিত,
সবাই তাকে বলে, “বুদ্ধি গজা পন্ডিত”।
একদিন বোকচন্দর কুমির এল যে,
দেখেই পন্ডিত বলেন “কে এল রে কে”।
কুমির বলে, “আমি কুমির মহাশয়!
সঙ্গে আমার সাতটি ছানা, বোকা অতিশয়”।
শেয়াল শুনে বলে, “আসুন, আসুন, আসুন
আমার দোরে, আমার ঘরে বসুন, বসুন, বসুন।

ও গিন্নি ও,
দেখ দেখ, এসেছে যে সাতটি কুমির পো”।
গিন্নি বলে ফিসফিসিয়ে,

“মিনসেগুলোর হাড় খাবো যে মুচমুচিয়ে”।
শেয়াল বলে,
“বুদ্ধি নয়কো মন্দ রে
কুমিরটা তো আস্ত একটা বোকচন্দর যে”।
কুমির বলে, “আমি তো চাই,
তোমার পাঠশালে পড়ুক আমার
সাত ছানাটাই”।
পন্ডিত বলেন, “কোন চিন্তা নাই”।

কুমির যখন গেল চলে,
শেয়াল তখন শুধুই বলে,
কানা, খানা, গানা, ঘানা
পড়তো দেখি কুমির ছানা।
গপ, গপ, গপ
একটি ছানা খপ।

পরেরদিন,

এল কুমির মহাশয়,

বলে, “দেখি আমার ছানা কেমন পড়া কয়”।

শেয়াল দেখায় ছানা

ছয়টি ছানা একবারে, নানা নানা নানা,

একটি দেখায় দুবার।

তার ভয় হয় তখন সাবাড়।

খোসমেজাজে খায় জলখাবার।

ছয়দিন কেটে গেল

ছানা সাবাড় হল।

গিন্নি কাছে এল,

বলে, “পালাও, পালাও, কুমির এসে গেল”!

পালায় গিন্নী, পালায় শেয়াল,

কুমিরের সেদিক নেইকো খেয়াল!
হঠাৎ দেখে পালায় তারা
ধর, ধর, ধর করল তাড়া।

শেষকালেতে গিয়ে হেরে,
কুমির ফেরে আপন ঘরে।
লুকিয়ে দিল মুখ,
আর আসে না সুখ।

সুকন্যা প্রাচী

সুকন্যা প্রাচী'র জন্ম ২০০৮ সালে, বাংলাদেশের ঢাকা শহরে। সে এখন পড়ছে ঢাকার ওয়াই ডব্লিউ সি এ স্কুলে – তৃতীয় শ্রেণীতে। দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত সে পড়েছে অরণি বিদ্যালয়ে।

চার বছর বয়স থেকেই সুকন্যা ছড়া লেখা শুরু করেছে। এখন ছড়ার পাশপাশি সে লিখছে কবিতা, গল্প, নাটক, গান ও ভ্রমণ কাহিনী। ইংরেজীতেও লেখে সে মাঝে মাঝে।

মাত্র ছয় মাস বয়সে সুকন্যা ভ্রমণ করেছে ইন্দোনেশিয়া। মাঝে প্রায় দু'বছর সে কাটিয়েছে থাইল্যান্ডে – তার মা'র সাথে। অস্ট্রেলিয়া গিয়েছে দু'বার – কয়েক সপ্তাহ সেখানকার স্কুলেও গিয়েছে। একবার বেড়াতে গেছে ভারতে। এ ছাড়া সে টাঙ্গাইল, পটুয়াখালী, সিলেট, কক্সবাজার সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন যায়গায় বেড়ানোর সুযোগ পেয়েছে।

সুকন্যা বই পড়তে ভালবাসে। পড়াশোনার পাশাপাশি সে নাচ, গান ও ছবি আকাঁ শিখছে।